বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-1 পত্র— ‘বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণ-১’-এর মডিউল-২-এর পঠিত বিষয়— নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা, বাংলা ভাষার জন্ম-উৎসগত বর্গীকরণ, নব্য-ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক, আর্যেতর ভাষা ও বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তর, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা রূপে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ। প্রসঙ্গত ‘সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী’— এই ধারণাকে যুক্তি সহকারে ভ্রান্ত প্রমাণ ক’রে দেখানো হয়েছে সংস্কৃত নয় বরং মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। এই আলোচনার শেষে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর থেকে কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা রূপে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ধারাপথটিকেও রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’, সুকুমার সেনের ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’, পরেশচন্দ্র মজুমদারের ‘সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' (১-২), রামেশ্বর শ’এর ‘সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,
আশুতোষ কলেজ।

ভাষাতত্ত্ব

রেখাচিত্রসহ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস

সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী কি-না -- এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতেই হয় যে, বাংলা ভাষার জন্ম 'মাগধী - অপভ্রংশ থেকে, সংস্কৃত বা মাগধী প্রাকৃত থেকে নয়।' বাংলা ভাষার জন্ম নিয়ে চলিত ধারণাটি হল -- 'সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী' -- অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। এই ধারণার মূলে আছে প্রধানত চারটি কারণ ঃ-

i) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আধিক্য।

ii) তদ্ভব শব্দ বা খাঁটি বাংলা শব্দগুলির সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের গভীর ও নিকট সম্পর্ক।

iii) ভাষাতত্ত্বগত অধ্যয়নে প্রাপ্ত সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গতা।

iv) সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের গৌরবে গৌরব লাভের মানসিকতা।

এই কারণগুলির জন্যই 'সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী' -- এই সিদ্ধান্তই ছিল সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বর্তমানে বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা অতি নিকট সম্পর্ক অবশ্যই আছে -- কিন্তু সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকেই যে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, একথা ঠিক নয়। তার কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য-ভাষা বংশের 'সতম্' বিভাগের অন্যতম শাখা ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। ইরানে ও ভারতে প্রচলিত আর্যভাষা সমূহ তিনটি শাখায় বিভক্ত ঃ ক) ভারতীয় আর্য, খ) দরদীয় আর্য, গ) ইরানীয় আর্য।

আনুমানিক খ্রিস্ট-পূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম আর্যদের আগমন ঘটে। তারা ইরান হতে বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব আফগানিস্থান ও পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হন। ক্রমে ক্রমে পূর্ব-পাঞ্জাব ও মধ্যদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। প্রাগার্য জাতিসমূহকে বিতাড়িত করে আর্যদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করে এবং এই ভাবে আর্যাবর্তের পত্তন ঘটে। আর্যরা মূলত যাযাবর জাতি ছিলেন। দেব-স্তুতিমূলক বৈদিক সাহিত্য তাদের প্রধান সম্পদ ছিল।

ভাষাবিজ্ঞানীদের অনুমান, খ্রিস্টজন্মের ১৫০০ বছর পূর্বে আর্য--ভাষাভাষী এক বা একাধিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। ভারতে এসে এরা যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল তাকেই বলা হয় 'ভারতীয় আর্যভাষা'। নিম্নে ভারতীয় আর্য-ভাষার শ্রেণিবিভাগ করে দেখানো হল ঃ-

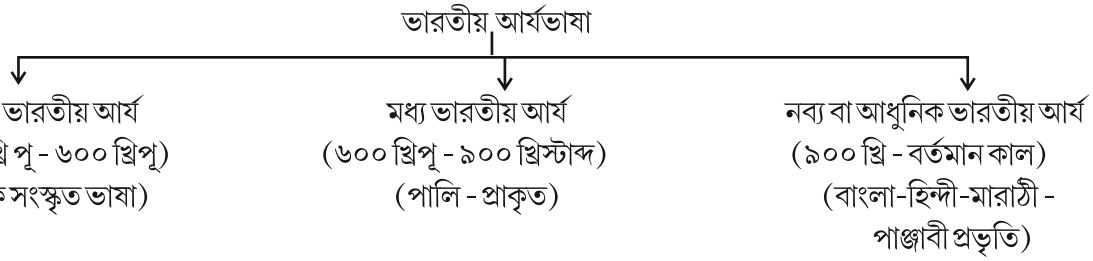

বস্তুত ভারতবর্ষে আর্যভাষী জাতি সমূহের আগমনের সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার সৃষ্টি হয়। ঋগ্বেদের মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে পড়ে বৈদিক ও সংস্কৃত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক রূপ ছিল দুটি -- (ক) বৈদিক সংস্কৃতের ভাষা, (খ) অবৈদিক বা লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষা। বৈদিক ভাষার নাম ছিল 'ছান্দস'।

ভারতীয় আর্য ভাষার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের নাম 'মধ্য ভারতীয় আর্য'। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা আসলে আঞ্চলিক উপভাষার মতো। স্থানে স্থানে তার স্থানীয় নাম। খ্রিস্ট পূর্ব প্রায় ৪০০ শতাব্দীতে বৈদিকের কথ্যরূপ হতে অন্তত পাঁচটি পৃথক উপভাষা গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল, যথা -- i) উদীচ্য, ii) প্রতীচ্য, iii) মধ্যদেশীয়, iv) প্রাচ্য, v) দক্ষিণী বা দাক্ষিণাত্য।

পরবর্তীকালে এই পাঁচটি মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত হতে (খ্রিস্ট জন্মের কিছু পরে) মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগবী, পৈশাচী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাকৃতের উদ্ভব হল। খ্রি. পূর্বাব্দ প্রায় ৬০০ শতাব্দী হতে এই প্রাকৃতগুলি বিভিন্ন অপভ্রংশে রূপান্তরিত হয়। কালক্রমে আঞ্চলিক অপভ্রংশসমূহ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় পরিণত হয়।

আধুনিক বাংলা ভাষার উৎপত্তি এইরূপ -- প্রাচীন ভারতীয় আর্য (কথ্যরূপ) > পূর্বী প্রাচ্য > মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ - অবহট্‌ঠ। মাগধী অপভ্রংশের পূর্বী শাখা হতে বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া ভাষার উদ্ভব হয়েছে। নিম্নে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হল ঃ

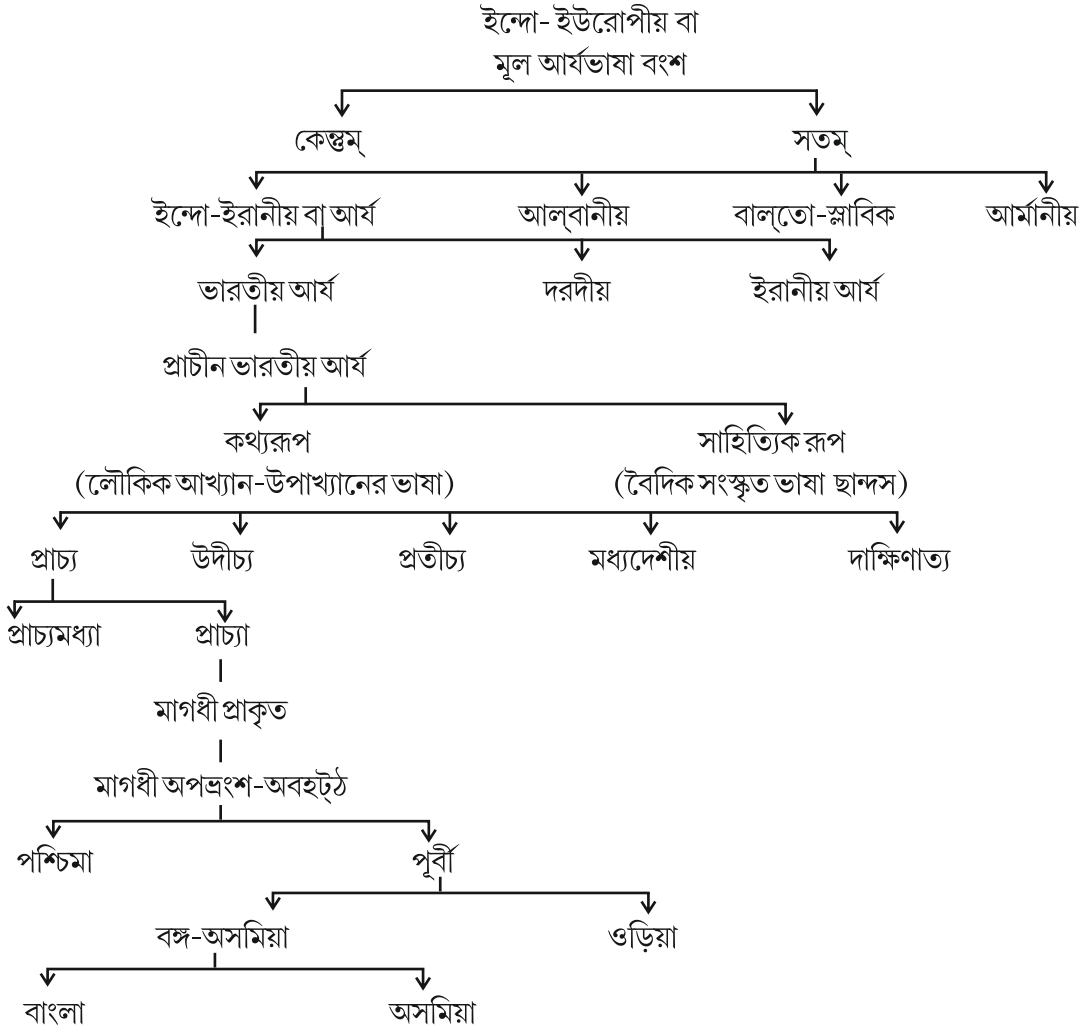

-- এই রেখাচিত্রটির সাহায্যে এটা পরিষ্কার হয় যে, মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি কথা স্মরণীয় যে, যাঁরা মনে করেন 'সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী', তাঁরা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা গেল।

ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত বা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলার জন্ম হয় নি -- বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে 'মাগধী অপভ্রংশ' থেকে। ড. সুনীতিকুমার তার প্রমাণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'সোনার তরী' নাম কবিতার বিভিন্ন চরণের প্রাচীন ভাষারূপ নির্মাণ করে। যেমন --

আধুনিক বাংলা ঃ গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।

মধ্যস্তরের বাংলা ঃ গান গায়্যা নাও বায়্যা কে আস্যে পারে।

প্রাচীন বাংলা ঃ গান গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারহি।

মাগধী অপভ্রংশ ঃ গঁণ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ বাই আবিশই পারহি।

মাগধী প্রাকৃত ঃ গানং গাধিঅ নাবং বাহিঅ কনে নাবিশদি পারধি।

বৈদিক (কথ্য) ঃ গানং গাথায়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা কনঃ আবিশতি পারধি।

-- এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় বাংলা ভাষায় জন্ম-বৃত্তান্তের ইতিহাস। সংস্কৃত নয়, মাগধী-অপভ্রংশের সঙ্গেই বাংলা ভাষার গভীর যোগ।